বাংলা ট্রিবিউন

আইসিবিএম ২০১৯: ডিজিটাল বাংলাদেশ ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার আহ্বান

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক

প্রকাশিত: ২৩:০০, এপ্রিল ২৬, ২০১৯ | সর্বশেষ আপডেট: ১৭:১৭, এপ্রিল ২৭, ২০১৯

উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। তবে প্রত্যাশিত উন্নয়নের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। একইসঙ্গে নিজেদের অনন্য করে তোলার জন্য চাই দক্ষ মানবসম্পদ। শুক্রবার (২৬ এপ্রিল) ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বিজনেস ম্যানেজমেন্টের (আইসিবিএম) দ্বিতীয় দিনে দেশের গুণী ব্যক্তিরা এসব মন্তব্য করেন। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আয়োজিত 'আইসিবিএম ২০১৯' শুরু হয় বৃহস্পতিবার। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য প্রফেসর ভিনসেন্ট চ্যাং শুক্রবার সকালে আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। তিন দিনের এই আয়োজনে 'ইন্ডাস্ট্রি টক' শীর্ষক আলোচনা সভায় দেশ ও জাতি সম্পর্কে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেন দেশসেরা ব্যক্তিরা।

শুক্রবার দিনের প্রথম সেশনে নিউ ইন্টারনেট মার্কেটিং স্ট্রাটেজি ব্লকচেইন ম্যানেজমেন্টের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তাইওয়ানের ন্যাশনাল চুং সিং ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড.জং রু লি। এরপর 'রাইজ অব দ্য ইন্ডাস্ট্রি ৪.০' শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন এসিআই গ্রুপের চেয়ারম্যান এম আনিস উদ দৌলা। তিনি বলেন, 'বর্তমান সময়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। বিশ্ব ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগোলেও ডিজিটাল বিশ্বের দিকে বাংলাদেশের যাত্রা সেভাবে গতিশীল হয়নি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের নতুন এই বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।'

আনিস উদ দৌলা কথায়, ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্ভাবনার অপার দুয়ার খুলে দিয়েছে। আমাদের সেই তালে তাল মেলানোর সময় এসেছে। নতুন প্রযুক্তিতে ধাতস্ত হতে হবে, তা না হলে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।’

‘ইন্ডাস্ট্রি টক’-এর আরেকটি সেশনে বাংলাদেশ ব্যাংকিং খাত নিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের প্রফেসর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। সুষম উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখছেন তিনি। তার চোখে, ‘রাজনৈতিকসহ হাজার সমস্যা থাকলেও বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় এখন আমাদের নাম সবার আগে আসে। সাধারণ মানুষের পরিশ্রম ও উদ্যোগের ফলে এমনটা সম্ভব হয়েছে।’

সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘সমস্যা ও উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। অভাব শুধু সদিচ্ছার। শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক উন্নয়নের কথাও আমাদের ভাবতে হবে।’

আবদুল মোনেম লিমিটেডের উপ-পরিচালক মাইনুদ্দিন মোনেম মনে করেন, বাংলাদেশে গুণমান সম্পন্ন মানবসম্পদের অভাব রয়েছে। এ কারণে বিদেশ থেকে মানবসম্পদ আমদানি করতে হচ্ছে। দক্ষ জনশক্তি গড়ার দিকে আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের হেড অব এসএমই সৈয়দ আবুল মোমেন বলেন, ‘ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোয়া লেগেছে। আমরা ব্যাংকিং কার্যক্রমের সবকিছু ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সামজিক অসাম্য দূর করার মহান ব্রত নিয়ে ব্র্যাক ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। আমরা দেশের ব্যাংকিং খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছি। এভাবে আরও এগিয়ে যেতে চাই।’